দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 5 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকার গবেষণার জন্য আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে

# মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী হচ্ছে

**শিক্ষার্থীদের মাঝে কোরআন মাজীদসহ অন্যান্য গ্রন্থ বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী**

□ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামকে শান্তি, সম্প্রীতি ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম হিসেবে অভিহিত করে এই পবিত্র ধর্মের নামে কোন মহল যাতে সমাজে কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে ওলামা-মাশায়েখদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলাম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ জন্য আমরা সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের ভাব মর্যাদা বিনষ্টের চেষ্টা কখনও সহ্য করব না। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ-ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীদের মাঝে পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য গ্রন্থ বিতরণকালে এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক দেশ। পরমত সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির অটুট বন্ধনই হচ্ছে এ দেশের চিরায়ত সাংস্কৃতিক অলংকার। যে কোন মূল্যে আমাদের এ ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি নৈতিক মানসম্পন্ন সমাজ গঠনে ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। মানুষের অন্তর্লোক আলোকিত হলেই সমাজ আলোকিত হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আওতায় দেশের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। এ লক্ষ্যে পৃঃ ১৫ কঃ ১

## মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগী হচ্ছে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষকের পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা কোরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে নৈতিক শিক্ষায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে আসার জন্য শিক্ষক ও আলেমদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করেছে। এসব সাব কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইমামদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়াতে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কর্মসূচি সরকারের একটি বড় ধরনের প্রকল্প। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী বিএনপি জামায়াত জোট সরকার ওই কর্মসূচি স্থগিত করলেও দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকার এই পাঁচশালা প্রকল্প পুনরায় চালু করে এবং এর জন্য ৬৪৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়। এই কর্মসূচির আওতায় পবিত্র কোরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়। তিনি বলেন, তার সরকারের এই বাস্তবধর্মী পদক্ষেপের ফলে ৫ হাজার ৮শ' ধার্মিক নারীর পাশাপাশি ৪০ হাজার ইমামের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শেখ হাসিনা আরো উল্লেখ করেন যে, এই কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৪২ লাখ ১৬ হাজার ৮শ' ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেয়া হয়, তাছাড়া ১ হাজার ৫১টি রিসোর্স সেন্টার ও ৮৫টি আদর্শ রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম চলছে।

প্রধানমন্ত্রী মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে বলেন, মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ৩০টি আদর্শ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা ছাড়া ৩১টি মাদরাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালুর পাশাপাশি ১০০টি মাদরাসায় বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআনকে ইতোমধ্যে ডিজিটাল ফর্মে রূপ দেয়া হয়েছে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড ডিজিটাল করনের কাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কওমি মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকার একটি কওমি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে।

তিনি বলেন, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের দারিদ্র্য ক্ষুধা ও নিরক্ষরতামুক্ত শান্তির সোনার বাংলায় রূপ নেবে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শাহজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন ধর্ম সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শামীম আহমদ আফজাল। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদপত্র, কেতাব ও কোরআন মাজীদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশের শান্তি সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং মুসলিম উম্মার বৃহত্তর ঐক্য কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের খতিব মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন আহমেদ।

**জাপান বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপানকে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জাপানী বৌদ্ধ মানবিক সহায়তা সংস্থা 'রিশো কোসাই-কি'র একটি প্রতিনিধি দল গতকাল রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান। সংস্থার চেয়ারম্যান ইয়াসুতাকা ওয়াতানাবি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমানাধিকার ভোগ করে এবং তার সরকার সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল গঠন করেছে।

তিনি বলেন, জনকল্যাণই তার সরকারের মূল লক্ষ্য হওয়ায় বর্তমান মন্ত্রিসভায় সব-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ফুলের তোড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে তার গতিশীল নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অ্যাম্বাসেডর এট লার্জ এম. জিয়াউদ্দীন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান ও প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।